যুগান্তর
প্রিন্ট: ২৯ জুন ২০২৫, ১১:০৯ এএম

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের মুখে সিনেট সভা ত্যাগ করলেন ফ্যাসিবাদের দোসররা

জাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ২৮ জুন ২০২৫, ০৬:১৭ পিএম

প্রতিবাদের মুখে সভাস্থল ছেড়ে যাচ্ছেন আওয়ামীপন্থি শিক্ষকরা। ছবি: যুগান্তর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের মুখে বার্ষিক সিনেট সভাস্থল ত্যাগ করেছেন ফাসিস্ট আওয়ামী লীগপন্থি তিন সিনেট সদস্য। এদের মধ্যে দুইজন শিক্ষক এবং একজন অনুষদ ডিন হিসেবে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

শনিবার (২৮ জুন) বিকাল সাড়ে ৩টায় সভা শুরুর আগে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানালে তারা সভাস্থল ত্যাগ করেন। এর আগে, শুক্রবার উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়ে শিক্ষার্থীরা সিনেট সভায় আওয়ামীপন্থি সদস্যদের দাওয়াতের প্রতিবাদ জানায়। এছাড়া ফ্যাসিবাদের সহযোগী কোনো সদস্যকে নিয়ে যেন সভা না হয় তা জানানো হয়।

এদিকে, শনিবার বিকাল ৩টার কিছুক্ষণ আগে শিক্ষক ক্যাটাগরিতে সভার জন্য আসেন নগর অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক শফিক উর রহমান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক যুগল কৃষ্ণ দাস এবং ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিগার সুলতানা। জুলাই গণঅভ্যুত্থানবিরোধী অবস্থান ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় উসকানির অভিযোগে শিক্ষার্থীরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সিনেট ভবনের ভেতরে আওয়ামীপন্থি তিন শিক্ষক অবস্থান করছিলেন। খবর পেয়ে শিক্ষার্থীরা সিনেট সভা কক্ষের ফটকের সামনে এসে ফ্যাসিবাদবিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন এবং আওয়ামী দোসরদের সিনেট সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। একপর্যায়ে সাড়ে ৩টার দিকে তারা প্রক্টরিয়াল বডির হেফাজতে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

এ বিষয়ে প্রতিবাদে অংশ নেওয়া জাবি ছাত্রশিবিরের অফিস ও প্রচার সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম বলেন, সিনেট অধিবেশনে আওয়ামী দোসরদের দাওয়াত দেওয়ার প্রতিবাদে এবং তাদের আগমন রুখে দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখানে অবস্থান করছি। জুলাইয়ে যারা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের সমর্থন, প্রশ্রয় ও সহযোগিতা করেছে তারা শিক্ষকতা পেশার কলঙ্ক, তাদের বিচারের আওতায় আনা আবশ্যক। তাদের নিয়ে সিনেট সভা আমরা হতে দেব না। তবে অভ্যুত্থানে যেসব শিক্ষক নৈতিক জায়গা থেকে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তারা শিক্ষকতার মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন, তারা আমাদের অনুকরণের অনুপ্রেরণা।

বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট সভায় আওয়ামীপন্থি সিনেট সদস্যরাও দাওয়াত পেয়েছেন। আমরা হুঁশিয়ার করে বলে দিতে চাই, ফ্যাসিবাদের সহযোগি কেউ যদি সিনেট সভায় আসেন আমরা তাদের রুখে দেব। তাদের কৃতকর্মের প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা পচা ডিমের ব্যবস্থা রেখেছি। পক্ষান্তরে জুলাইয়ে শিক্ষার্থীদের পক্ষে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য লাল গোলাপের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ জাবি শাখার সিনিয়র যুগ্ম সদস্য আহসান লাবিব বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণী সিনেট মিটিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সভায় আওয়ামী দোসরদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে; যা জুলাইয়ের রক্ত ও শহিদদের প্রতি অপমানজনক। আমরা কোনোভাবেই চাই না সিনেট মিটিংয়ে গণহত্যাকারী আওয়ামী দোসর উপস্থিত হোক। কেউ আসলে তাদের প্রতিহত করা হবে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানিয়েছিল। আমরা তাদের নিরাপদে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছি।